০৯-০৫-১৮ প্রাতঃ মুরলি ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা - ভারতকে স্বর্গ বানাতে বিনাশকালে প্রীতবুদ্ধির সাথে পবিত্র থাকার প্রতিজ্ঞা করো, এইভাবেই হবে বাবাকে সাহায্য করা"

প্রশ্নঃ - যোগবলের রুহানী ড্রিল শেখার মুখ্য আধার কি ?

উত্তরঃ - এই ড্রিল অনুযায়ী সবার সাথে তোমার বুদ্ধির যোগ ছিন্ন করতে হবে এবং সবার সঙ্গ ভেঙে একাধিপতি বাবার সঙ্গ জুড়ে নাও । যখন তোমার প্রকৃত ভালোবাসা একেশ্বর' এর প্রতি থাকবে, তখনই তুমি রুহানী ড্রিল করতে পারবে । এটাই যোগের শক্তি যা দিয়ে ২১ জন্মের জন্য তোমাদের বিশ্বের রাজত্ব প্রাপ্তি হয় ।

গীতঃ - ভোলানাথের মতো, কেহ নয়তো অনুপম . . .

ওম্ শান্তি । বাচ্চারা এই গীত শুনেছে । কার এই মহিমা ? ভোলানাথ শিববাবার । পরমপিতা পরমাত্মাকে ভোলানাথও বলা হয় । নলেজফুলও বলে আর পতিত-পাবনও বলে । তাঁকে পরমপিতা পরমাত্মা বলা হয় । লৌকিক বাবাকে পরমপিতা বলা হবেনা । পরমপিতা সদাসর্বদা এক পরমাত্মাকেই বলা হয় । আত্মা তার পরমপিতা পরমাত্মার মহিমা করে । আত্মা বলে, ভক্তের রক্ষক অর্থাৎ তিনি, একাধিপতি আবারও ভক্তকে তাদের ভক্তের ফল দেন । ভগবান ভক্তকে কি ফল দেবেন ? ভগবান এসে গতি এবং সদগতির ফল দেন । গতি অর্থাৎ মুক্তির প্রাপ্তি হয় নির্বাণধামে । সেই পবিত্র স্থানকে বলা হয় নিরাকার দুনিয়া । আত্মাও নিরাকার । নিরাকার আত্মা এই সাকার শরীর লাভ করেছে । কিসের জন্য ? কর্মক্ষেত্রে নিজের পার্ট প্লে করার জন্য । এখন কর্মক্ষেত্রে পার্ট প্লে করতে করতে যে ভারত হীরের মতো ছিল, স্বর্গ ছিল, উঁচু থেকেও উঁচু পবিত্র ভূমি ছিল, তা' এখন কড়িসম অপবিত্র ভূমিতে পরিণত হয়েছে ।

বাবা, তোমরা সব বাচ্চাদের সৃষ্টির আদি-মধ্য-অন্তের রহস্য বোঝান । আদিতে দেবী-দেবতাদের রাজ্য ছিলো । মধ্যে রাবণ-রাজ্য শুরু হয়ে যায় । দেবী-দেবতারা বাম মার্গে চলে যান । ভারত পবিত্র ছিলো, এখন পতিত হয়েছে । এটাও বোঝাতে হবে । এই পতিত দুনিয়াকে পবিত্র বানান এক এবং একমাত্র পরমপিতা পরমাত্মা, যাঁকে ভক্তরা স্মরণ করে । ভক্তরা পতিত । বাবা এসে যখন সবাইকে পবিত্র বানান, তখন কোনো ভক্ত থাকে না । কেউ ডাকেও না । সত্যযুগে যখন দেবী-দেবতাদের রাজত্ব ছিলো, তখন ভগবানকে কেউ স্মরণ করতো না । ভারত সুখধাম ছিলো, এমন নয় যে ইসলামিক খণ্ড বা বৌদ্ধিক খণ্ড স্বর্গ ছিলো । ভারত নিজেই স্বর্গ ছিলো যেখানে আদি সনাতন দেবী দেবতারা রাজ্য শাসন করতো । যখন দেবতাদের রাজ্য ছিলো তখন ক্ষত্রিয়-রাজ্য ছিলোনা । এই সমস্ত কিছু কে বসে বোঝান ? নলেজফুল গড় ফাদার । উঁনি সত্য, চৈতন্য । আত্মাও সত্য এবং চৈতন্য । এই শরীর জড়, শরীরকে আত্মা চালায় । সত্যযুগে একটাই ধর্ম ছিলো, দেবতা ধর্ম, তো তাদের সংখ্যাও কম ছিলো, তারপরে ঝাড় বৃদ্ধি পেতে থাকে । সৃষ্টির আদি-মধ্য-অন্তের এই জ্ঞান কোনও শাস্ত্রে উল্লিখিত হয়নি । সেগুলো সবই ভক্তিমার্গের সামগ্রী । তারা বলেও, হে, পতিত-পাবন এসো ! বাপু গান্ধীজীও চাইতেন রামরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হোক । তাঁর হাতে গীতা ছিলো কারণ গীতা জ্ঞান দ্বারা পরমপিতা পরমাত্মা ভারতকে স্বর্গ বানিয়েছেন । ওয়ার্ল্ড অলমাইটি অথরিটির রাজ্য ছিলো । তোমরা

ছিলে বিশ্বের মালিক, সুতরাং বিশ্বের রচয়িতা অবশ্যই বিশ্বের মালিক বানিয়েছেন । শিববাবা বলেন, "আমি এসেছিলাম, তোমরা শিবজয়ন্তী পালন করো, তাই না ! পাঁচ হাজার বছরের ব্যাপার ! গীতাতেই ভগবানুবাচঃ লেখা হয়েছে, তাই তো ! ভারতবাসী তমোপ্রধান হয়ে যাওয়ার কারণে ভগবান কে তা' জানেনা । ভগবান হলেন উঁচু থেকেও উঁচু । ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং শঙ্করকেও তিনি রচনা করেছেন । নিরাকার ভগবানের নিজের শরীর নেই । সূক্ষ্ম শরীর হওয়ার কারণে ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শঙ্করকেও দেবতা বলা হয়ে থাকে ।পরমপিতা পরমাত্মা স্বয়ং বলেন, "আমি রচয়িতা, এরা সবাই আমার বাচ্চা" । আত্মারূপে তোমরা সবাই পরস্পরের ভাই । এমন নয় যে তোমরা সব ফাদার । যেমন সন্ন্যাসীরা বলে, যে আত্মা, সেই পরমাত্মা । না । যিনি পরমাত্মা, তিনিই পরম আত্মা । ড্রামায় পরমাত্মার পার্ট আলাদা । তিনি ক্রিয়েটর, ডাইরেক্টর, করণকরাবনহার ! ব্রহ্মা দ্বারা আবারও আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্মের স্থাপনা করান । ব্রহ্মাকুমার কুমারীদের তিনি অ্যাডপ্ট করেন । তোমাদের অর্থাৎ মুখ-বংশাবলীদের অ্যাডপশন বলা হয় । তোমরা ব্রহ্মার মুখ বংশাবলী রচনা । পরমপিতা পরমাত্মা ব্রহ্মাকুমার-কুমারীদের এসে পড়ান । তোমরা এখন রাজযোগ শিখছো । এমন নয়, যে আত্মা সেই পরমাত্মা । এই এত কোটি কোটি আত্মারা সব ইমর্টাল অর্থাৎ অবিনশ্বর । এই ড্রামা অনেক বড় । ড্রামার রহস্য কেউ জানেনা । বাবা বসে বোঝান, আমি প্রতি কল্পের সঙ্গমযুগে আসি । এক সাধারণ তনে আমি প্রবিষ্ট হই । এনার নিজের জন্ম জানা ছিলোনা । আমি সেইসব বিষয়ে তাঁকে শুনাই । এনার মধ্যে আমি আসি । এঁনার আমি নাম রেখেছি প্রজাপিতা ব্রহ্মা । আমাকে পতিত দুনিয়াতে আসতে হয় । এটাই এনার অন্তিম জন্ম । ইনি এনার ৮৪ জন্মের পার্ট সম্পূর্ণ করেছেন । ইনি-ব্রহ্মা এবং সরস্বতীই লক্ষ্মী-নারায়ণ হবেন । সরস্বতী কে মানুষ তা' জানেনা । সরস্বতীকে ভগবতী বলা হবেনা । ব্রহ্মার মুখ-বংশাবলী কন্যার নাম জগৎ অম্বা সরস্বতী । সঙ্গমযুগে তাঁকে জগৎ অম্বা কামধেনু বলা হয় । এনাকে (ব্রহ্মাকে) আদি দেব, মহাবীরও বলা হয় । দিলবালাও (উদার হৃদয়) বলা হয় । বাস্তবে, দিলবালা শিববাবা । যিনি বাচ্চাদের হৃদয় জয় করতে, স্বরাজ্য দিতে আসেন ।
বাচ্চারা বলে, আমাদের আবারও সদাসুখী বানাও । তাইতো শিববাবা এসে ব্রহ্মাতন দ্বারা তোমাদের হৃদয় জিতে নিয়েছেন । তিনি তোমাদের পড়াচ্ছেন, এইজন্য সুন্দর স্মরণিকরূপে দিলবালা মন্দির তৈরি হয়েছে । সেটা হলো জড় মন্দির । পাঁচ হাজার বছর আগে তোমরা ভারতকে স্বর্গ বানিয়েছিলে, তারই স্মৃতিচিহ্ন এই মন্দির । তোমরা আবারও সার্ভিস করছো, এরপরে জড় মন্দিরগুলো ভেঙেচুরে যাবে । আমি প্রতি কল্পে এক বৃদ্ধ পতিত দেহে এসে তোমাদের পবিত্র করি । এখানে কেউ পবিত্র নয় । এখন অগণিত ধর্ম বিদ্যমান, কিন্তু আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্মের অস্তিত্ব নেই । যারা দেবী-দেবতা ধর্মের তারা নিজেদের হিন্দু বলে । দেবতা ধর্মের অবলুপ্তি ঘটেছে । দেবী-দেবতারা একদম পবিত্র ছিল । যখনই তারা বামমার্গে চলে যায়, তখন থেকেই দেবী-দেবতা বলা বন্ধ হয়ে যায় । দেবতা ধর্মের অবলুপ্তি হতেই হতো । আর তখনই আমি সবার প্রথমে ডেইটি (দেবী-দেবতা ধর্ম) ধর্মই স্থাপন করি । ইসলাম এবং বৌদ্ধ ধর্ম পরে আসে । হিন্দু ধর্ম কবে স্থাপন হয়েছিল ? আদি সনাতন তো ছিল এই দেবী-দেবতা । সুতরাং, ভোলানাথ শিববাবা অপাপবিদ্ধ কন্যাদের বোঝাচ্ছেন এবং তোমাদের ঝুলি ভরে দিয়ে তোমাদের বিশ্বের মালিক বানাচ্ছেন । তিনি একেবারে ভোলাভালা সওদাগর । যখন একজন ব্যক্তি মারা যায়, তার ব্যবহৃত পুরানো জিনিস করনিঘোর #(অগ্রদানী ব্রাহ্মণ)#-কে দেওয়া হয় । বাবা বলেন, আমি তোমাদের যত ময়লা আবর্জনা নিয়ে তোমাদের স্বর্গের মালিক বানাই । তোমরা শিবালয়ে থাকতে । শিব সত্যযুগ স্থাপনা করেছিলেন, এখন পতিতালয়ে পরিণত হয়েছে । আমিই আবার এই ভ্রষ্টালয়কে শিবালয় বানাই । বর্ণের রহস্যও বাচ্চাদের আমিই বোঝাই । তোমরা পুনর্জন্ম নিয়ে আসছ আর বর্ণ ক্রমাগত বদলাতে থাকে । মানুষ না বুঝেই বলে দেয়, ৮৪ লাখ জন্ম । বাবা

অনুযোগ করেন, তোমরা নিজেরাই নিজেদের ক্ষেত্রে ৮৪ জন্মের বদলে ৮৪ লাখ জন্মের কথা বলো আর আমার জন্য বলো, আমি সর্বব্যাপী , সর্বত্রই তুমি আর তুমি ।.আমি তো মোটেই সর্বব্যাপী নই। এই সময় তো পাঁচ বিকার সর্বব্যাপী । সত্যযুগে এইসব ছিল না । ওখানে দেবী দেবতাগণ ছিল । এখন অসুর হয়ে গেছে । তারপর আবার তাদের অসুর থেকে দেবতা বানানো হয় । সেইজন্য বাবা বোঝান, উঁচু থেকেও উঁচু ভগবান তারপর তাঁর রচনা, ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং শঙ্কর । এটা স্থূলবতন যার মধ্যে প্রথমে দেবী-দেবতাদের রাজ্য, তারপর ক্ষত্রিয়-রাজ্য, তারপর বৈশ্য এবং তারপরে শূদ্রের রাজ্য । এখন তো নো রাজ্য, এখন প্রজাদের ওপর প্রজাদের রাজ্য । সত্যযুগে রাইটিয়াস রিলিজিয়ন (নীতিনিষ্ঠ ধর্ম) ছিল । কখনো একে অপরকে দুঃখ দিতনা । ভারতের মহিমা মহান । কিন্তু শাস্ত্রে বিভ্রান্তিকর জিনিস লিখে এর মহিমা হারিয়ে ফেলেছে । প্রাচীন ভারতের যোগ আর জ্ঞান অতি প্রসিদ্ধ । কে শিখিয়েছিলেন ? ভগবানুবাচ শ্রীমৎ । কৃষ্ণ নয় । সুতরাং, বাবা বসে বোঝান, আমারও এখানে আসার পার্ট আছে । আমি জনম-মরণের চক্রে আসিনা । আমি জ্ঞানের সাগর, সুখের সাগর । এই মহিমা আর কারও নেই । দেবতাদের মহিমা আলাদা । প্রত্যেক অ্যাক্টরের পার্ট যার যার নিজের । সেই পার্ট অনুসারে মহিমা হয় । তোমরা জানো উঁচু থেকেও উঁচু ইনকরপোরিয়ল হলেন গড় ফাদার । লৌকিক ফাদারকে গড় ফাদার বলা যাবেনা । সে হদের বাবা, ইঁনি হলেন বেহদের বাবা । সবাই ডাকে, পরমপিতা পরমাত্মা । তারা মনে করে বাবা এসে তাদের সুখধাম নিয়ে যাবেন । বাবা বলেন, অজামিলের মতো পাপীদের, সাধু ইত্যাদিগণ, সবাইকে আমি উদ্ধার করি, এই মাতাদের দ্বারা । এঁরা শিবশক্তি ভারতমাতা । তোমরা যোগবল দ্বারা সবকিছু করছো । ওইসব কন্যারা এবং মাতারা ভায়োলেন্স ড্রিল শেখে । এখানে এটা যোগবলের ড্রিল । তোমরা শ্রীমৎ অনুসরণ করো এবং পুরানো দুনিয়ার সবার সাথে তোমাদের ভালোবাসা সরিয়ে একাধিপতি বাবার সাথে জুড়ে দাও । কৌরব যারা, বিনাশকালে তাদের বিপরীত বুদ্ধি আর তোমরা পাণ্ডব, বিনাশকালে তোমাদের প্রীতবুদ্ধি । তোমরা ভারতকে স্বর্গ বানাও । বাবার কাছে তোমরা প্রতিজ্ঞা করে থাকো, বাবা আমরা পবিত্র থেকে ভারতকে পবিত্র বানানোর কর্মযজ্ঞে সহায়তা করবো কারণ এখন মৃত্যুলোকের পরাজয় হবে, অমরলোকের জয় । বাবা তোমাদের অমরকথা শোনাচ্ছেন । তোমরা সব পার্বতী, সজনী । তোমরা বাবার থেকে তোমাদের উত্তরাধিকার লাভ করো । বাবা বলেন, নিজেদেরকে সজনীর রূপ-সৌন্দর্যে গঠন করে নাও । তোমরাই মহারাজা মহারানী হও । এই সকল রহস্য বাবা বসে বুঝিয়ে দেন । বাবাই নলেজফুল, ক্রিয়েটর, ডিরেক্টর । ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শঙ্কর এঁরা হলেন রচনা এইজন্য ত্রিমূর্তি শিব বলা হয়ে থাকে । সেইসব লোকে আবার ত্রিমূর্তি ব্রহ্মা বলে । তাঁরা ত্রিমূর্তি শিব, যিঁনি এই ত্রিদেবের স্রষ্টা, তাঁকেই ভুলে যায় । শিববাবাকে ভুলে নাস্তিক হয়ে যায় । ওহ্ গড় ফাদার বলে অথচ তাঁর অক্যুপেশন জানেনা । মায়া সবাইকে নাস্তিক বানায়, আমি আবার আস্তিক বানাই । বাবাকে ভুলে যাওয়ার কারণে নিজেদের মধ্যে লড়াই ঝগড়া করতে থাকে ।

বাবা বোঝান, এই ভারত ছিল বিশ্বের মালিক, কোনো পার্টিশন ছিলোনা । তোমরা আকাশ, বাতাস, ধরিত্রীর মালিক ছিলে । এখন তো কতো পার্টিশন হয়ে গেছে । কতো ঝগড়া অশান্তি, অমুকে যেন এই হদ অর্থাৎ এই সীমানা পার না করে । ভারত ছিল বেহদের মালিক, হীরেসম । এখন হদের মালিক হয়ে কড়িসম হয়েছে । এটা ড্রামা, প্রত্যেক আত্মা নিজস্ব পার্ট পেয়েছে । কারও ৮৪ জন্মের পার্ট, কারও ২-৩ জন্মের পার্ট । এটা ইমর্টাল ড্রামা যা রিপিট হতেই থাকে । ভারতের মতো এমন পবিত্র ভূমি কোথাও নেই । ঘর পুরানো হলে তো রিপেয়ারিং করাতেই হয় । ভারতই বামমার্গে যায় এবং সেইজন্য ভারতের সামান্য অবলম্বনরূপে সন্ন্যাস মার্গের উপস্থিতি দেখা যায় । এখন তো তারাও তমঃপ্রধান হয়ে গেছে । সবাই পুরানো হয়েছে, আবার তারা এখন নতুন হবে । পুরানো ঘরে কোনো

আনন্দ নেই । বাবা বলেন, তোমাদের সতঃপ্রধান বানাতে আমাকে আসতেই হয় । আমি নিজে এসে ভারতকে জীবনমুক্ত বানাই । বাকি আত্মাদের মুক্তি দিই । বাবা বোঝান, বাচ্চারা, এটা তোমাদের অন্তিম জন্ম । এখন তোমরা স্বর্গের মালিক হও । এটা কতবড় প্রাপ্তি ! তোমরা ২১ জন্ম পবিত্র দুনিয়ার মালিক হও । তোমরা শ্রেষ্ঠ আত্মা, স্বর্গের মালিক ছিলে তোমরা । পাপ আত্মা মায়া বানিয়েছে । তারপর বাবা এসে পুণ্য আত্মা বানান । হিসেবনিকেশ চুকিয়ে তোমাদের ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে যাবেন । ভোলানাথ বাবা তো লিবারেটর-এর ভূমিকাতেও আছেন, তাই না ! বলেন, আমি তোমাদের জীবনমুক্তিধামে নিয়ে যাই । পরমপিতা পরমাত্মা তো সবচেয়ে মিষ্টি এইজন্য সবাই তাঁকে স্মরণ করে ।

ভোলানাথ বাবা তোমাদের দ্বারা অর্থাৎ মাতাদের দ্বারা ভারতকে স্বর্গে পরিণত করেন, যার স্মৃতিচিহ্ন দিলওয়াড়া মন্দির । তোমরা সবার অক্যুপেশন জানো, ড্রামায় কিভাবে সবার পার্ট লিপিবদ্ধ আছে এবং প্রত্যেকে কত জন্ম নেয় ! পাণ্ডবরা গুপ্ত ছিলো, যাদব কৌরব ছিলো প্রত্যক্ষ । তোমরা ইনকগনিটো, নন-ভায়োলেন্স শক্তি সেনা, ২১ জন্মের জন্য তোমরা বিশ্বের মালিক হচ্ছ । সুতরাং, তোমাদের তো অবশ্যই মেহনত করতে হবে । প্রতি পদে শ্রীমৎ অনুসরণ করতে হবে । যেইমাত্র বাবার স্মরণ ভুলবে তো জানবে মায়ার গোলা তোমাদের ওপর পড়বে । এইজন্য নিজেদের বাবাকে স্মরণ করতে হবে এবং নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করতে হবে । মৃত্যু সামনে দাঁড়িয়ে ! পাপের বোঝা অতি ভারী । যতদিন জীবন, তোমাদের পুরুষার্থ করতে হবে এবং অন্য কিছুও যেন স্মরণে না থাকে । এই মৃত্যুলোকে তোমরা ফিরেই এসোনা । দুনিয়ার পরিবর্তন হচ্ছে । যাদব এবং কৌরব তাদের নিজেদের কুলের বিনাশ করেছিল আর পাণ্ডব নিজের রাজ্য লাভ করেছিল । যেমনই হোক, এখন আমরা পাণ্ডবরা বাবার হয়েছি । রক্তের নদী এখানে বইবে । নয়তো পুরানো দুনিয়ার বিনাশ কিভাবে হবে ? আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতাপিতা বাপদাদার স্মরণ-স্নেহ আর গুড মর্নিং । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সারঃ -
১) যোগবলের ড্রিল করতে করতে নন-ভায়োলেন্স (অহিংসক) হয়ে সবার উদ্ধার করার নিমিত্ত হতে হবে ।
২) ভোলানাথ বাবার থেকে প্রকৃত সওদা করতে হবে । পুরানো নোংরা আবর্জনা দিয়ে স্বর্গের রাজ্যভাগ্য প্রাপ্ত করতে হবে । পুরানো দুনিয়ার সাথে তোমাদের ভালোবাসা ভেঙে একাধিপতি বাবার সাথে জুড়তে হবে ।
বরদানঃ - অবিনাশী অতীন্দ্রিয় সুখে থেকে সবাইকে সুখ দিয়ে এবং সুখ নিয়ে মাস্টার সুখদাতা ভব

অতীন্দ্রিয় সুখ অর্থাৎ অবিনাশী আত্মিক সুখ । ইন্দ্রিয় সবই বিনাশী তো সেখান থেকে প্রাপ্ত সুখও বিনাশী হবে এইজন্য সদা অতীন্দ্রিয় সুখে থাকলে দুঃখের লেশমাত্র থাকতে পারেনা । যদি অন্য কেউ তোমায় দুঃখ দেয় তো তুমি তা' নিওনা । তোমার স্লোগানঃ সুখ দাও, সুখ নাও । না দুঃখ দাও আর না দুঃখ নাও । কেউ দুঃখ দিলে সেটাই পরিবর্তন করে তুমি সুখ দিয়ে দাও, তাকেও সুখী বানিয়ে দাও, তখনই বলবে মাস্টার সুখদাতা ।

স্লোগানঃ - অধিক বার্তালাপে এনার্জি অপচয়ের বদলে অন্তর্মুখিতার মিষ্টত্বের অনুভাবী হও ।